যায়যায়দিন

তারিখ 19 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

আলটিমেটামের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত

পদত্যাগ করছেন না চবি ভিসি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ভিসি প্রফেসর ড. এম. বদিউল আলমের পদত্যাগ দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে আন্দোলন করছে ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল কয়েকটি ছাত্র সংগঠন। তবে পদত্যাগ করছেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ভিসি। এদিকে, আলটিমেটামের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভিসিকে পদত্যাগে বাধ্য করাতে ছাত্রলীগ নতুন কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সিনিয়র নেতারা।

পদত্যাগের ব্যাপারে যায়যায়দিনকে ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম জানিয়েছেন, পদত্যাগের বিষয়টি একক কোনো সিদ্ধান্ত নয়। আমি পুরো বিষয়টি নিয়ে আজ (গতকাল রবিবার) সকালে শিক্ষামন্ত্রী

পৃ ৪ ›› ক ৪

পদত্যাগ করছেন না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নুরুল ইসলাম নাহিদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে পদত্যাগের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। শুধু বলেছেন, আপনি ভিসি আছেন এবং আপনার মতো করে বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চালান। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনকে বলা হয়েছে।

পদার্থবিদ্যা বিভাগে ৪ জন শিক্ষক ও বিভিন্ন পদে ৩৭ জন কর্মচারী নিয়োগের অনিয়ম প্রশ্নে তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি বিভাগের সিলেকশন কমিটি ও সিন্ডিকেটের দায়িত্ব। আর কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রারের ব্যাপার। সহাবস্থান নিশ্চিতের ব্যাপারে ভিসি বলেন, হলে হলে ইতিমধ্যে নতুন করে আবাসিক শিক্ষার্থী তোলার কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। সবশেষে পদত্যাগ, ক্যাম্পাস সচল ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বিবেচনা করে আপনি এই মুহূর্তে কী করবেন- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আমার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সরকার দেখবেন। তবে আমি আশা করছি যেহেতু একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, অবশ্যই এর একটা সমাধানও হবে।

এদিকে, অবরোধের দ্বিতীয় দিনে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন ফটক, প্রশাসনিক ভবন ও একাডেমিক বিল্ডিংগুলো তালাবদ্ধ রয়েছে। অনুষ্ঠিত হয়নি কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রমসহ দাপ্তরিক কাজ। ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভিসিকে পদত্যাগে বাধ্য করাতে ছাত্রলীগ নতুন কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সিনিয়র নেতারা।

চবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদ হোসেন জানিয়েছেন, আমাদের চলমান আন্দোলন কেবল একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়, এ আন্দোলন ৭ বছরের নির্যাতন ও অত্যাচারের সার্বিক রূপ। আমরা ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের নামে শিবিরের একক দখলদারিত্ব চাই না। সত্যিকার অর্থে সহাবস্থান চাই। বর্তমান ভিসি সাধারণ ছাত্রদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই আমরা তার পদত্যাগের একদফা দাবি দিতে বাধ্য হয়েছি।